# দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর ঊনষাট

## চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্যের উন্মোচন: যিহূদা গোত্রের সিংহ কর্তৃক নির্ণায়ক মোহরভঙ্গ

Jeff Pippenger
2024-01-23

অনুগ্রহকাল সমাপ্তির ঠিক আগে, ইহূদা গোত্রের সিংহ শেষে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক রহস্যটির মোহর খুলে দেন, আর সেই উন্মোচনের ফলে যে জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, তা জ্ঞানীরাই বোঝে। প্রকাশিত বাক্যের দুই সাক্ষী তখন উন্মোচিত বিষয়ের একাংশের ওপর আলোকপাত করেন।

> এখানে প্রজ্ঞা আছে। যার বোধ আছে, সে পশুটির সংখ্যা গণনা করুক; কারণ সেটি একজন মানুষের সংখ্যা; আর তার সংখ্যা ছয় শত ষাট ও ছয়। ... আর এখানে সেই মন আছে, যার প্রজ্ঞা আছে। সাতটি মাথা হলো সাতটি পর্বত, যার উপর সেই নারী বসে আছে। প্রকাশিত বাক্য ১৩:১৮, ১৭:৯।

"গির্জা ও ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যে ‘শেষে শক্তি’, যার প্রতীক ছিল মেষশাবকের মতো শিংযুক্ত এক পশু"— সেটি যুক্তরাষ্ট্র। এটি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য, এবং তার রাজ্যের গঠন একই গঠন (প্রতিমূর্তি), যেমনটি ছিল বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর পঞ্চম রাজ্যের। এটি এমন এক রাজ্যে পরিণত হয় যেখানে গির্জা রাষ্ট্রের উপর শাসন করে, এবং এরপর সমগ্র পৃথিবীকে ওই ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে বাধ্য করে। আসন্ন রবিবার-আইনের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে গির্জা ও রাষ্ট্রের এই সংমিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়।

> ‘পশুর প্রতিমূর্তি’ ধর্মত্যাগী প্রোটেস্টেন্টবাদের সেই রূপটির প্রতিনিধিত্ব করে, যা গড়ে উঠবে যখন প্রোটেস্টেন্ট গির্জাগুলি তাদের মতবাদ বলবৎ করতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা চাইবে। ‘পশুর চিহ্ন’ এখনো সংজ্ঞায়িত হওয়া বাকি। দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৪৪৫।

পশুর মূর্তি ও পশুর চিহ্ন দুটি ভিন্ন প্রতীক; তবু রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সময়ই পশুর মূর্তি তার পূর্ণ বিকাশে পৌঁছায়।

> প্রোটেস্টেন্ট চার্চগুলোর পক্ষ থেকে রবিবার পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আসলে পাপাসির—অর্থাৎ পশুর—উপাসনাকে বাধ্যতামূলক করা। চতুর্থ আজ্ঞার দাবি বোঝার পরও যারা সত্য বিশ্রামদিনের পরিবর্তে মিথ্যা বিশ্রামদিন পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তারা এর দ্বারা সেই শক্তিকেই শ্রদ্ধা জানায়, যার দ্বারাই একমাত্র এটি আদিষ্ট। কিন্তু ধর্মীয় কর্তব্যকে ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষমতার জোরে বলবৎ করার সেই কাজের মাধ্যমেই চার্চগুলো নিজেরাই পশুর এক প্রতিমূর্তি গড়ে তুলবে; অতএব যুক্তরাষ্ট্রে রবিবার পালন বলবৎ করা মানে হবে পশু ও তার প্রতিমূর্তির উপাসনা বলবৎ করা। The Great Controversy, 448, 449.

রবিবারের আইন কার্যকর হলে, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করা হয় এবং জাতি ধার্মিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এরপর, শয়তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীকে বাধ্য করে যুক্তরাষ্ট্রে সদ্য প্রতিষ্ঠিত একই চার্চ-রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে

গ্রহণ করতে। বিশ্ব সরকার হলো জাতিসংঘ এবং রোমান চার্চই সেই চার্চ যা এই সম্পর্কের ওপর শাসন করে।

> “জগৎ ঝড়, যুদ্ধ, এবং বিরোধে পরিপূর্ণ। তবুও এক প্রধানের অধীনে—পোপীয় শক্তির অধীনে—লোকেরা তাঁর সাক্ষীদের ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরের বিরোধিতা করার জন্য একত্রিত হবে।” Testimonies, volume 7, 182.

ভবিষ্যদ্বাণীতে যে গির্জা ও রাষ্ট্রের ব্যবস্থা পশুর মূর্তি হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে, সেটি ড্রাগন, পশু ও মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ ঐক্যও বটে। প্রকাশিত বাক্য সতেরোর দশ রাজা, যারা সপ্তম মাথা, তারা ড্রাগনের শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> “রাজাগণ, শাসকগণ ও গভর্নরগণ নিজেদের ওপর প্রতিখ্রিষ্টের চিহ্ন আরোপ করেছে, এবং তাদের সেই অজগররূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, যে সাধুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যায়—তাদের বিরুদ্ধে, যারা ঈশ্বরের আজ্ঞাসমূহ পালন করে এবং যাদের যীশুর বিশ্বাস আছে।” Testimonies to Ministers, 38.

"দশ রাজা" জাতিসংঘকে প্রতিনিধিত্ব করে, যার ধর্ম হলো আত্মবাদ, এবং মিথ্যা নবীর ধর্ম হলো ধর্মত্যাগী প্রোটেস্টেন্টবাদ, এবং পশুর ধর্ম হলো ক্যাথলিক ধর্ম, যা নিছক আত্মবাদ, খ্রিস্টধর্মের স্বীকারোক্তির আবরণে ঢাকা।

> “ঈশ্বরের ব্যবস্থার লঙ্ঘন করে পাপাসির প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করার যে ফরমান জারি হবে, তার দ্বারা আমাদের জাতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ধার্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। যখন প্রোটেস্টেন্টধর্ম সেই খাদের ওপারে হাত বাড়িয়ে রোমীয় শক্তির হাত ধরবে, যখন সে অতল গহ্বরের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে স্পিরিচুয়ালিজমের সঙ্গে করমর্দন করবে, যখন এই ত্রিবিধ ঐক্যের প্রভাবে আমাদের দেশে একটি প্রোটেস্টেন্ট ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার হিসেবে তার সংবিধানের প্রত্যেকটি নীতি অস্বীকার করবে, এবং পাপীয় মিথ্যা ও ভ্রান্তির প্রসারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তখন আমরা জানতে পারি যে শয়তানের আশ্চর্য কার্যসাধনের সময় উপস্থিত হয়েছে এবং সমাপ্তি নিকটবর্তী।” Testimonies, খণ্ড ৫, ৪৫১।

রবিবারের আইনের সময় ড্রাগন, পশু এবং মিথ্যা নবীর ত্রিবিধ ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে জাতিসংঘের একটি বিশ্ব সরকার গ্রহণ করতে বাধ্য করে, কারণ রবিবারের আইনের সময় পৃথিবী এক মহা সংকটে পড়ে, যেহেতু ইসলাম সূর্য-উপাসনা চাপিয়ে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর বিচার নিয়ে আসে। তারপর শয়তান খ্রিষ্টের ছদ্মবেশে ধারণ করে উপস্থিত হয়, এবং যখন যুক্তরাষ্ট্র চার্চ ও রাষ্ট্রের একক বৈশ্বিক সমন্বয় গ্রহণ করতে বিশ্বকে বাধ্য করে, তখন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে রবিবারকে বিশ্রামের দিন হিসেবে গ্রহণ করতেও বাধ্য করে। যুক্তরাষ্ট্রে যে একই পরীক্ষার প্রক্রিয়া ঘটেছে, সেটিই পরে সমগ্র বিশ্বের উপর আরোপিত হয়।

> “বিদেশী জাতিসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। যদিও সে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে, তথাপি একই সংকট আমাদের লোকদের ওপর বিশ্বের সর্বত্র এসে উপস্থিত হবে।” টেস্টিমনিস, খণ্ড ৬, ৩৯৫।

জাতীয় ধর্মত্যাগের পরেই জাতীয় ধ্বংস ঘটে—তারা যখন সূর্যের দিনকে উপাসনার দিন হিসেবে গ্রহণ করে, তখন এই পরিণতি প্রতিটি দেশের ওপর নেমে আসে। বাড়তে থাকা এই সংকটই সেই 'এক ঘণ্টা', যখন দশ রাজা পোপ—অর্থাৎ 'পাপের মানুষ'—এর সঙ্গে শাসন

করে। তারা তাদের সপ্তম রাজ্য পোপীয় কর্তৃত্বের হাতে তুলে দিতে সম্মত হয়েছিল, কারণ তাদের এমনটা বিশ্বাস করানো হয় যে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধের মুখে বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করতে পাপাসির নৈতিক কর্তৃত্ব অপরিহার্য। ১৭৯৮ সালে, জাতিসংঘ তখনও ইতিহাসে আবির্ভূত হয়নি।

> আর যে দশটি শিং তুমি দেখেছিলে, সেগুলো দশজন রাজা, যারা এখনো কোনো রাজ্য পায়নি; কিন্তু তারা পশুর সঙ্গে এক ঘণ্টার জন্য রাজা হিসেবে ক্ষমতা পাবে। এদের মন এক, এবং তারা তাদের ক্ষমতা ও শক্তি পশুর হাতে সমর্পণ করবে। তারা মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, এবং মেষশাবক তাদের পরাজিত করবে; কারণ তিনি প্রভুদের প্রভু এবং রাজাদের রাজা; এবং যারা তাঁর সঙ্গে আছে তারা আহ্বানপ্রাপ্ত, নির্বাচিত ও বিশ্বস্ত। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১২–১৪।

যেমনটি সব সময়ই পোপের ক্ষেত্রে হয়ে এসেছে, ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালাতে পোপতন্ত্রকে ক্ষমতা জোগাবে রাজারা, এবং মেষশাবকের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই দশ রাজাই; কিন্তু তারা তা করছে "পাপের মানুষ"-এর আদেশে। "পাপের মানুষ"ই সেই "মানুষ" যাকে যিশায় গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে সাতটি গির্জা ধরে।

> আর সেই দিনে সাতজন নারী এক পুরুষকে ধরবে, বলবে, আমরা আমাদের নিজের রুটি খাব এবং আমাদের নিজের পোশাক পরব; শুধু আমাদেরকে তোমার নামে ডাকা হোক, যাতে আমাদের লাঞ্ছনা দূর হয়। সেই দিনে প্রভুর অঙ্কুর সুন্দর ও মহিমাময় হবে, এবং ভূমির ফল ইস্রায়েলের যারা রক্ষা পেয়েছে তাদের জন্য উৎকৃষ্ট ও মনোরম হবে। ইশাইয়া ৪:১, ২.

"সাত নারী" এই বোঝায় যে পোপতন্ত্র (পাপের মানুষ) যেমন সব জাতির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে, তেমনি পৃথিবীর সব গির্জার উপরও তার নিয়ন্ত্রণ আছে। গির্জাগুলো যে "নিন্দা" এড়াতে চায়, তা হলো রবিবারে উপাসনা করার দাবিকে প্রত্যাখ্যান করার "নিন্দা"। বিশ্বস্ত বিশ্রামদিন পালনকারীরা তাদের বিশ্বস্ততার জন্য নির্যাতিত হবে, এবং ইসলামও সূর্যের দিন পালন করতে অস্বীকার করবে। যুক্তরাষ্ট্র পোপতন্ত্র ও জাতিসংঘের মধ্যে যে চুক্তির ব্যবস্থা করছে, সেটা হলো এই যে পাপের মানুষের নৈতিক কর্তৃত্বই দরকার, যাতে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ইসলামবিরোধী যুদ্ধকে গ্রহণ করতে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া যায়।

> ভাইয়েরা, কাল ও সময় সম্পর্কে তোমাদের কাছে আমি লেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ তোমরাই সুস্পষ্টভাবে জানো যে প্রভুর দিন রাতে চোরের মতোই আসে। যখন তারা বলবে, ‘শান্তি ও নিরাপত্তা’, তখন হঠাৎ ধ্বংস তাদের উপর এসে পড়বে, যেমন প্রসববেদনা গর্ভবতী নারীর উপর আসে; এবং তারা পালাতে পারবে না। কিন্তু তোমরা, ভাইয়েরা, অন্ধকারে নও, যেন সেই দিন চোরের মতো তোমাদেরকে আচমকা না ধরে। তোমরা সবাই আলোর সন্তান, দিনের সন্তান; আমরা রাত্রির নই, অন্ধকারেরও নই। ১ থেসালোনিকীয় ৫:১–৫।

বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর "শান্তি ও নিরাপত্তা" বার্তা, যা সবসময় একটি মিথ্যা বার্তা হিসেবে উপস্থাপিত হয়, কেবল সেই সময়েই যৌক্তিক, যখন শান্তি ও নিরাপত্তা নেই। যখন শান্তি ও নিরাপত্তা বিদ্যমান, তখন "শান্তি ও নিরাপত্তা" বার্তা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। ইসলাম সমস্ত শান্তি ও নিরাপত্তা দূর করে। মিথ্যা বার্তার সঙ্গে যুক্ত "হঠাৎ ধ্বংস" এমন এক ধ্বংস যা ক্রমে বাড়তে থাকে, কারণ এটি "প্রসববেদনা"তে থাকা "এক নারী"র মতো। তৃতীয়

দুর্দশার প্রথম প্রসববেদনা ছিল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১।

এলিয় ও বাপ্তিস্মদাতা যোহনের ভাববাদী ধারায় পোপীয় ক্ষমতার প্রতারণা চিত্রিত হয়েছে। যখন আহাব সামারিয়ায় ফিরে গেল ইজেবেলকে জানাতে যে এলিয়ার ঈশ্বরই সত্য ঈশ্বর, কারণ তিনি স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে এনেছিলেন, তখন আহাব বুঝল যে এলিয়ার প্রতি তার ঘৃণা নিয়ে ইজেবেল তাকে প্রতারিত করেছিল। একই রকম ঘৃণা ও প্রতারণা প্রকাশ পেল যখন হেরোদ তার জন্মদিনের ভোজে সালোমকে তার রাজ্যের অর্ধেক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিল। সালোম ছিল হেরোদিয়াসের কন্যা; সুতরাং হেরোদ ছিল ড্রাগন, হেরোদিয়াস ছিল পোপতন্ত্র, আর সালোম ছিল মিথ্যা নবী।

কাহিনিতে সালোমের নৃত্যের প্রতারণামূলক শক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল, যাতে হেরোদ (দশ রাজা) তাদের রাজ্যের অর্ধাংশ একটি গির্জার (একজন নারী) হাতে তুলে দেয়। সেই নারী (সালোম) ছিল তার মায়ের (ক্যাথলিক ধর্ম) নির্দেশনায়, এবং খুব দ্রুতিতে হেরোদ বুঝল যে যোহনের প্রতি হেরোদিয়াসের মনোভাব ছিল ঠিক যেমন এলিয়াহের প্রতি ইজেবেলের ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই, বিশ্রামদিন পালনকারীদের মরতে হবে।

ইসলাম ক্রমশ কিন্তু দ্রুতগতিতে পৃথিবী থেকে শান্তি ও নিরাপত্তা কেড়ে নিচ্ছে এবং এভাবে মানবজাতিকে ইসলামের বিরুদ্ধে একত্রিত করছে। ইসলামের দ্রুত তীব্রতর হতে থাকা যুদ্ধবিগ্রহ শেষ সময়ে পশুর বিশ্বব্যাপী প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত যুক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। বিশ্বের ওপর (দশ রাজা) যে প্রতারণা আনা হয়, তা যুক্তরাষ্ট্র (সালোম) নিয়ে আসে, এবং তা বিশ্বকে বিশ্বাস করায় যে তাদের ইসলামের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে; কিন্তু তারা অনেকে দ্রুতিতে বুঝতে পারে যে সেই ব্যবস্থা ছিল মাত্র একটি ছলনা, যা ব্যবহৃত হবে বিশ্রামদিন পালনকারীদের নিপীড়ন করতে। এই প্রতারণাই দশ রাজাদের ওই বিশ্বাসকে ঘৃণা করার কারণের অংশ, যদিও চাপের মুখে তারা তাদের সপ্তম রাজ্যটি তাকে দিতে সম্মত হয়েছিল।

> আর যে দশটি শিং তুমি পশুর উপর দেখেছিলে, তারা সেই বিশ্বাসকে ঘৃণা করবে, তাকে উজাড় ও নগ্ন করবে, তার মাংস খাবে, এবং তাকে আগুনে পুড়িয়ে দেবে। কারণ ঈশ্বর তাঁদের হৃদয়ে স্থাপন করেছেন যে তাঁরা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবে, এবং একমত হবে, এবং তাঁদের রাজ্য পশুর হাতে দেবে, যতক্ষণ না ঈশ্বরের বাক্যসমূহ পূর্ণ হয়। প্রকাশিত বাক্য ১৭:১৬, ১৭।

জাতিসংঘের গ্লোবালিস্টরা শুধু পৃথিবীর "রাজারা"ই নন, তাদেরকে "ব্যবসায়ী" হিসেবেও উপস্থাপন করা হয়েছে; অতএব গ্লোবালিস্টরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির সমন্বয়ে গঠিত। যে স্বর্গদূত যোহনকে প্রকাশিত বাক্যের সতেরো ও আঠারো অধ্যায়ের দর্শন দিয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল যোহনকে টাইরের মহা ব্যভিচারিণীর বিচার দেখানো। গ্লোবালিস্টদের উভয় শ্রেণিই পোপতন্ত্রের মৃত্যুর জন্য শোক করে।

> অতএব এক দিনে তার দুর্যোগ আসবে—মৃত্যু, শোক ও দুর্ভিক্ষ; এবং সে আগুনে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হবে; কারণ যিনি তাকে বিচার করেন, সেই প্রভু ঈশ্বর শক্তিশালী। আর পৃথিবীর রাজারা, যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে এবং তার সঙ্গে বিলাসিতায় বাস করেছে, তার দহনের ধোঁয়া দেখতে পেলে তার জন্য বিলাপ করবে ও শোক করবে, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলে, ‘হায়, হায়, সেই মহান নগর বাবিল, সেই পরাক্রান্ত নগর! কারণ এক ঘন্টার মধ্যেই তোমার বিচার এসে গেছে।’ আর পৃথিবীর ব্যবসায়ীরা তার জন্য কাঁদবে ও শোক করবে; কারণ আর কেউ তাদের পণ্য ক্রয় করে না। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৮-১১।

বণিকরা ও রাজারা উভয়েই দূরে দাঁড়িয়ে ‘হায়, হায়’ বলে আর্তনাদ করে। গ্রিকে ‘alas’ শব্দটি প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে ‘woe’ হিসেবে অনূদিত হয়েছে।

> আর আমি দেখিলাম, এবং স্বর্গের মধ্যাকাশে উড়িয়া চলা এক দূতকে শুনিলাম, সে উচ্চস্বরে বলিতেছে, হায়, হায়, হায়, পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য, সেই তিন দূতের তূর্যধ্বনির অবশিষ্ট শব্দগুলির কারণে, যাহারা এখনও ধ্বনি করিবার আছে! প্রকাশিত বাক্য ৮:১৩।

তিনটি বিপদ পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম তূরীকে বোঝায়, এবং এগুলো ইসলামের প্রতীক। অধ্যায় আঠারোতে রাজারা, বণিকরা ও জাহাজের অধিনায়কেরা সবাই তিনবার “হায়, হায়” বলে চিৎকার করে ওঠে।

> পৃথিবীর রাজারা, যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করেছে ও বিলাসে জীবন যাপন করেছে, তারা তার জন্য বিলাপ করবে ও শোক করবে, যখন তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখবে, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়িয়ে বলবে, হায়, হায়, সেই মহান নগর বাবিল, সেই পরাক্রান্ত নগর! কারণ এক ঘন্টার মধ্যে তোমার বিচার এসে গেছে। ... এইসব দ্রব্যের ব্যবসায়ীরা, যারা তার দ্বারা ধনী হয়েছিল, তার যন্ত্রণার ভয়ে দূরে দাঁড়াবে, কাঁদতে ও আহাজারি করতে করতে, এবং বলবে, হায়, হায়, সেই মহান নগর, যা মিহি সুতির, বেগুনি ও রক্তবর্ণ বস্ত্রে আবৃত ছিল, এবং সোনা, মূল্যবান পাথর ও মুক্তায় অলংকৃত ছিল! কারণ এক ঘন্টার মধ্যে এত মহান ঐশ্বর্য বিনষ্ট হয়ে গেল। আর প্রত্যেক জাহাজ-প্রধান, এবং জাহাজের সমস্ত সঙ্গী, ও নাবিকরা, এবং যতজন সমুদ্রপথে ব্যবসা করে, সবাই দূরে দাঁড়িয়েছিল, এবং তারা তার দহনের ধোঁয়া দেখে চিৎকার করে বলল, এমন মহান নগরের মতো আর কোন নগর আছে! এবং তারা নিজেদের মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করে কাঁদতে ও আহাজারি করতে করতে চিৎকার করল, বলল, হায়, হায়, সেই মহান নগর, যার বৈভবের কারণে সমুদ্রে যাদের জাহাজ ছিল তারা সকলেই ধনী হয়েছিল! কারণ এক ঘন্টার মধ্যেই সে উজাড় হয়ে গেছে। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৯-১০, ১৫-১৯।

পোপতন্ত্রের বিচার সম্পন্ন হওয়ার যে "ঘণ্টা", সেটিই প্রকাশিত বাক্যের এগারো অধ্যায়ের সেই "ঘণ্টা", অর্থাৎ "মহা ভূমিকম্পের ঘণ্টা"; এবং তা যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন কার্যকর হওয়ার সঙ্গে শুরু হয়ে মিখায়েল উঠে দাঁড়ানো এবং মানবের পরীক্ষাকাল শেষ হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকা রবিবারের আইনের সময়কালকে নির্দেশ করে। যে বিশ্ববাদীরা সেই "বেশ্যা"কে ঘৃণা করত, তবু এক "ঘণ্টা"র জন্য তাদের রাজ্য তাকে দিতে সম্মত হয়েছিল, তারা শুধু "হায়, হায়" (আহা, আহা) তিনবার পুনরাবৃত্তি করে না, বরং এই প্রশ্নও করে, "এই মহান নগরীর মতো কোন নগর আছে?" তারা সেই প্রশ্নটি ইজেকিয়েল পুস্তকেও করেছিল।

> আর তারা তোমার বিরুদ্ধে তাদের কণ্ঠ উচ্চ করবে, তিক্তভাবে ক্রন্দন করবে, তাদের মাথার উপর ধুলো নিক্ষেপ করবে, তারা ছাইয়ের মধ্যে গড়াগড়ি খাবে। আর তারা তোমার জন্য নিজেদের পুরো মাথা মুন্ডন করবে, এবং কোমরে শোকবস্ত্র বেঁধে নেবে, এবং তারা হৃদয়ের তিক্ততায় ও তীব্র আর্তনাদে তোমার জন্য কাঁদবে। আর তাদের আর্তনাদে তারা তোমার জন্য বিলাপ তুলবে, এবং তোমাকে নিয়ে ক্রন্দন করবে, বলবে, সমুদ্রের মাঝখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত টাইরাসের মতো শহর আর কোথায়? যখন তোমার পণ্যসম্ভার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে যেত, তুমি বহু জাতিকে পরিতৃপ্ত করেছিলে; তোমার ধনসম্পদের প্রাচুর্য ও তোমার বাণিজ্যের দ্বারা তুমি পৃথিবীর রাজাদের সমৃদ্ধ করেছিলে। যখন জলের গভীরে সমুদ্র তোমাকে ভেঙে দেবে, তখন তোমার পণ্যসম্ভার এবং তোমার মধ্যে থাকা তোমার সমস্ত সঙ্গীরা নিপতিত হবে। দ্বীপসমূহের সমস্ত অধিবাসী তোমাকে দেখে

> বিস্মিত হবে, এবং তাদের রাজারা ভীষণ ভীত হবে; তাদের মুখাবয়বে উৎকণ্ঠা দেখা দেবে। জাতিদের মধ্যে বণিকেরা তোমার প্রতি শিস দেবে; তুমি হবে এক ভীতির বিষয়, আর তুমি আর কখনও থাকবে না। ইজেকিয়েল ২৭:৩০-৩৬।

ইজেকিয়েল শহরটিকে "টাইরাস" বলে চিহ্নিত করেন, যে কি না "সমুদ্রের মাঝখানে ধ্বংস করা হয়েছে"? ইশাইয়াও টাইর (টাইরাস)-এর বেশ্যার কথা বলেন, যিনি প্রকাশিত বাক্যের মহাবেশ্যা, অর্থাৎ ক্যাথলিক চার্চ, এবং তাঁকে "মুকুটদানকারী নগরী" হিসেবেও চিহ্নিত করেন।

> এটাই কি তোমাদের আনন্দময় নগরী, যার প্রাচীনত্ব অতিপ্রাচীন দিনের? তার নিজের পা তাকে দূর দেশে নিয়ে যাবে, সেখানে সে পরবাস করবে। টাইরের বিরুদ্ধে, সেই মুকুটধারী নগরীর বিরুদ্ধে—যার ব্যবসায়ীরা রাজপুত্র, যার কারবারিরা পৃথিবীর সম্মানীয়—এই পরামর্শ কে করেছে? সেনাবাহিনীর প্রভু এটি স্থির করেছেন, সমস্ত গৌরবের অহংকার কলঙ্কিত করতে এবং পৃথিবীর সকল সম্মানীয়কে অবজ্ঞার পাত্র করতে। যিশাইয় ২৩:৭-৯।

পোপতন্ত্রই "মুকুটধারী নগরী", কারণ ত্রিবিধ ঐক্যের উপর রাণী হিসেবে আসীন থাকার দাবি করে সে-ই।

> সে যতটা নিজেকে মহিমান্বিত করেছে এবং বিলাসে জীবনযাপন করেছে, ততটাই তাকে যন্ত্রণা ও শোক দাও; কারণ সে তার হৃদয়ে বলে, আমি রাণীর আসনে বসে আছি, আমি বিধবা নই, এবং আমি কোনো শোক দেখব না। প্রকাশিত বাক্য ১৮:৭।

টাইরাসের জন্য তাঁর বিলাপে, ইজেকিয়েল বলেছিলেন যে "সমুদ্রের মাঝখানে," বেশ্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে।

> প্রভুর বাক্য আবার আমার কাছে এলো, এই বলে: ‘এখন, হে মানবপুত্র, টাইরাসের জন্য শোকগীতি উত্থাপন কর।’ ... তারশীশের জাহাজসমূহ তোমার বাজারে তোমার প্রশংসা গেয়েছিল; তুমি পরিপূর্ণ হয়েছিলে এবং সমুদ্রসমূহের মাঝখানে অত্যন্ত মহিমান্বিত হয়েছিলে। তোমার বৈঠেয়োরা তোমাকে মহা জলে এনেছে; পূর্ব বায়ু সমুদ্রসমূহের মাঝখানে তোমাকে ভেঙে দিয়েছে। ইজেকিয়েল ২৭:১, ২, ২৫, ২৬.

টাইরের বেশ্যা, সেই মুকুট প্রদানকারী নগরীর উপর বিচার আনে "পূর্ব বাতাস"; আর "পূর্ব বাতাস" ইসলামের প্রতীক। দশ রাজা ইসলামের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ চালায়, সেটাই শেষে দিনের পোপতন্ত্রকে ধ্বংস করে। দশ রাজাদের এই উপলব্ধি—যে তারা প্রতারিত হয়েছে—তাদের হৃদয়ে ভয়ও সৃষ্টি করে।

> অবস্থানগত সৌন্দর্যে অতুল, সমগ্র পৃথিবীর আনন্দ হলো সিয়োন পর্বত—উত্তর প্রান্তে, মহান রাজার নগর। তার প্রাসাদসমূহে ঈশ্বর আশ্রয়স্বরূপ পরিচিত। কারণ, দেখো, রাজাগণ সমবেত হয়েছিল; তারা একত্রে অতিক্রম করল। তারা এটিকে দেখে বিস্মিত হলো; তারা বিচলিত হলো এবং তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। ওখানেই ভয় তাদের গ্রাস করল, আর প্রসবরত নারীর মতো যন্ত্রণা। পূর্ববায়ু দিয়ে তুমি তারশীশের জাহাজসমূহ ভেঙে দাও। যেমন আমরা শুনেছি, তেমনই আমরা দেখেছি সেনাবাহিনীর প্রভুর নগরে, আমাদের ঈশ্বরের নগরে; ঈশ্বর তাকে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত করবেন। সেলা। গীতসংহিতা ৪৮:২-৮।

গ্লোবালিস্টরা জেরুজালেমে নগরী দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা ঈশ্বরের রাজ্যের দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু তারা ‘সেই মহান নগরী’ বাবিলনকে তাদের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিল।

ঈশ্বর যখন সেই মহান নগরীর বিচার করেন, তখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের সর্বনাশ হয়েছে, কাঁদে ও বিলাপ করে; কারণ তারা যে মহান নগরীটি বিছে নিয়েছিল, তা সাগরের মাঝখানে ভেঙে পড়েছে, ইসলামের (পূর্ববায়ু) দ্বারা তাদের ওপর আনীত যুদ্ধের ফলে। আর সেই যুদ্ধ ক্রমশই তীব্রতর হয়ে ওঠে, কারণ তা প্রসববেদনারত এক নারীর মতো।

পোপতন্ত্রের স্বার্থে যাকে তারা নিপীড়ন করেছে সেই ঈশ্বরের রাজ্যটি দানিয়েল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে আমাদের জানানো হয়েছে যে "এই [গ্লোবালিস্ট] রাজাদের দিনগুলোতে" ঈশ্বর তাঁর চিরস্থায়ী রাজ্য স্থাপন করবেন।

> আর এই রাজাদের দিনগুলিতে স্বর্গের ঈশ্বর এমন এক রাজ্য স্থাপন করবেন, যা কখনও ধ্বংস হবে না; এবং সেই রাজ্য অন্য কোনো জাতির হাতে ন্যস্ত হবে না; বরং তা এই সব রাজ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করে গ্রাস করবে, এবং তা চিরকাল স্থায়ী থাকবে। দানিয়েল ২:৪৪।

মিলারাইটরা বিশ্বাস করত যে তারা "এই রাজাদের দিনগুলোতে" বাস করছে, কিন্তু প্রকাশিত বাক্য সতেরোর দশ রাজা তখনো ইতিহাসে উপস্থিত হয়নি; প্রকৃতপক্ষে, তারা এখনই কেবল দৃশ্যপটে আসছে। মিলারাইটরা সঠিক ছিল, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি সীমিত ছিল। প্রকাশিত বাক্য সতেরো ও আঠারো অধ্যায়ের রাজাদের দিনগুলোতে যে ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটিই "শেষ বৃষ্টি"র সময়কাল।

> আমি দেখলাম যে সকলেই তাদের সামনে থাকা আসন্ন সংকটের দিকে তীব্রভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আছে এবং তাদের চিন্তা সেইদিকে প্রসারিত করছে। ইস্রায়েলের পাপসমূহকে আগেই বিচারে যেতে হবে। প্রতিটি পাপ পবিত্রস্থানে স্বীকার করতে হবে, তবেই কাজ অগ্রসর হবে। এটি এখনই করতে হবে। সংকটের সময়ে অবশিষ্টরা আর্তনাদ করবে, 'আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, তুমি কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?'
>
> "পরবর্তী বৃষ্টি তাদের ওপর আসছে, যারা শুচি—তখন সকলে পূর্বের ন্যায় তা গ্রহণ করবে। "
>
> "যখন চারজন স্বর্গদূত ছেড়ে দেবে, তখন খ্রিষ্ট তাঁর রাজ্য স্থাপন করবেন। পরবর্তী বৃষ্টি কেউই গ্রহণ করে না, কেবল তারাই গ্রহণ করে যারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী সবই করছে। খ্রিষ্ট আমাদের সাহায্য করবেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহে, যীশুর রক্তের মাধ্যমে, সকলেই বিজয়ী হতে পারে। সমগ্র স্বর্গ এই কার্যে আগ্রহী। স্বর্গদূতরাও আগ্রহী।" Spalding and Magan, 3.

শেষ বৃষ্টির সময়ে, যখন স্বর্গদূতরো চার বাতাস ছেড়ে দেন—যে সময়টিকেই 'এই রাজাদের দিনগুলো' বলা হয়েছে—সেই সময়ে খ্রিষ্ট তাঁর রাজ্য স্থাপন করেন। শেষ বৃষ্টি ক্রমবর্ধমান প্রকৃতির, এবং ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তা ফোঁটা ফোঁটা করে নামতে শুরু করে, যখন তৃতীয় 'হায়' ইতিহাসে প্রবেশ করে; কিন্তু জাতিদের ক্রোধ সঙ্গে সঙ্গে রোধ করা হয়েছিল। এটি তীব্রতায় বাড়তেই থাকে, যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন পর্যন্ত, যেদিন তা জাতীয় সর্বনাশ ডেকে আনে। তারপর সেই ক্রমবর্ধমান বিচার অব্যাহত থাকে, কারণ অন্যান্য প্রত্যেকটি জাতি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ অনুসরণ করে এবং ফলস্বরূপ একই বিচারের শিকার হয়। এটি করুণা-সময়ের সমাপ্তি পর্যন্ত আরো তীব্র হয়। এটি প্রসববেদনায় পীড়িত এক নারীর মতো অগ্রসর হয়।

আমরা পরবর্তী নিবন্ধে সাতটির অষ্টম সত্য নিয়ে আলোচনাটি অব্যাহত রাখব।

"যতক্ষণ পর্যন্ত যারা সত্য স্বীকার করে তারা শয়তানের সেবা করে চলবে, ততক্ষণ তার নরকীয় ছায়া ঈশ্বর ও স্বর্গকে তাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দেবে। তারা তাদের প্রথম প্রেমে হারানোদের মতো হবে। তারা অনন্ত বাস্তবতাগুলো দেখতে পারবে না। যা ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রস্তুত করছেন, তা জাখারিয়া গ্রন্থের ৩ ও ৪ অধ্যায়ে, এবং ৪:১২-১৪-তে উপস্থাপিত হয়েছে: 'আমি আবার উত্তর দিয়ে তাকে বললাম, এই দুইটি জলপাই ডাল কী, যেগুলো দুইটি সোনার নল দিয়ে নিজেদের থেকেই সোনালি তেল ঢেলে দেয়? তিনি আমাকে উত্তর দিয়ে বললেন, তুমি কি জানো না এগুলো কী? আমি বললাম, না, প্রভু। তখন তিনি বললেন, এরা সেই দুইজন অভিষিক্ত, যারা সমস্ত পৃথিবীর প্রভুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে.'"

প্রভু সব সংস্থানেই পরিপূর্ণ। তাঁর কোনো কিছুরই অভাব নেই। আমাদের বিশ্বাসের ঘাটতি, আমাদের জাগতিকতা, আমাদের তুচ্ছ কথাবার্তা, আমাদের অবিশ্বাস—যা আমাদের কথাবার্তায় প্রকাশ পায়—এই সব কিছুর কারণেই আমাদের চারদিকে অন্ধকার ছায়া ঘনীভূত হয়। খ্রিষ্ট বাক্যে বা চরিত্রে সেই 'সর্বাংশে মনোহর' এবং 'দশ হাজারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ' রূপে উদ্ভাসিত হন না। যখন আত্মা অহংকারে নিজেকে উঁচু করতে তুষ্ট থাকে, তখন প্রভুর আত্মা তার জন্য খুব বেশি কিছু করতে পারেন না। আমাদের স্বল্পদৃষ্টি ছায়াটুকুই দেখে, কিন্তু তার ওপারের মহিমা দেখতে পারে না। স্বর্গদূতরা চার বাতাসকে ধরে রাখছেন; এগুলি যেন এক ক্রুদ্ধ ঘোড়া, বাঁধন ছিঁড়ে সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠ জুড়ে ধেয়ে যেতে উদ্যত, আর তার পথে ধ্বংস ও মৃত্যু বয়ে আনে।

আমরা কি চিরন্তন জগতের একেবারে প্রান্তে ঘুমিয়ে থাকব? আমরা কি নিস্তেজ, শীতল ও মৃত হয়ে থাকব? আহ, যদি আমাদের গির্জাগুলিতে ঈশ্বরের আত্মা ও শ্বাস তাঁর লোকদের মধ্যে ফুঁকে দেওয়া হতো, যেন তারা নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে বাঁচতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে পথটি সংকীর্ণ, এবং দ্বারটিও সংকীর্ণ। কিন্তু আমরা যখন সেই সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে যাই, তখন তার প্রশস্ততা সীমাহীন। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রিলিজেস, খণ্ড ২০, ২১৭।